লিপি
শিলিগুড়ি, রবিবার, ২২ এপ্রিল ২০১৮
Siliguri· Sunday· April 22, 2018
Arthik Lipi, Page 7

বাংলায় ‘বিজেপির মুখ’ স্বামী অসীমানন্দ

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির আঙিনায় নতুন যোগী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন স্বামী অসীমানন্দ। সব কিছু ঠিকঠাক চললে তা শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গৈরিককরণের সম্পূর্ণ সূচনা হয়েছে উত্তরপ্রদেশে ভারতীয় জনতাপার্টির হাত ধরে। সেখানে আদিত্যনাথকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসানোর পর। তিনি কতটা সফল তা ভবিষ্যতই বলবে। এদিকে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ দলকে সেভাবে আগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হলেও উপযুক্ত সংগঠকের অভাবে তা হয়ে উঠছিল না। ঠিক সেই মুহূর্তে মক্কা-মসজিদ বিস্ফোরণ মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যান হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামের বাসিন্দা নবকুমার সরকার ওরফে স্বামী অসীমানন্দ। তিনি মুক্তি পাওয়ার পরেই বাংলার বিজেপি নতুন আশার আলো দেখতে পায়। উল্লেখ্য, এক সময় এই স্বামী অসীমানন্দের সঙ্গেই আন্দামানে কাজ করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। তাই স্বামী অসীমানন্দের সাংগঠনিক দক্ষতা তাঁর অজানা নয়। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে তাই তিনি দেরি করতেও রাজি নন। মক্কা-মসজিদ মামলা থেকে তাঁর অব্যাহতি পাওয়ার কথা ঘোষিত হতেই দিলীপ ঘোষ বাংলা দখল করতে নতুন করে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে স্বামী অসীমানন্দকে যাতে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে কথা বলেন তাঁর সঙ্গে। জানা গেছে, অসীমানন্দও নাকি পশ্চিমবাংলায় প্রচারে আসতে আগ্রহী। উল্লেখ্য, স্বামী অসীমানন্দের নিজস্ব সাংগঠনিক দক্ষতা কারও অজানা নয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর তাঁর একটা বিরাট প্রভাব আছে। তাই দিলীপবাবু সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে আদিবাসী সমৃদ্ধ এলাকাগুলিকে কাজে লাগিয়ে সংগঠনকে মজবুত করতে চান। এমনকি দিলীপবাবুর বক্তব্য

কামারপুকুরের বাড়িতে স্বামী অসীমানন্দের মা ও ভাই

স্বামী অসীমানন্দ(ফাইল চিত্র)

অনুযায়ী অসীমানন্দ বিজেপিতেও যোগ দিতে আগ্রহী। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, অসীমানন্দের ভাই সুশান্ত সরকার বর্তমানে বিজেপির হুগলি জেলার সম্পাদক। সূত্র মারফৎ জানা গেছে, এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে সফল রূপ দিতে দিলীপবাবু প্রথমে সুশান্তবাবুরই দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এন আই এ আদালত অসীমানন্দকে মুক্ত ঘোষণার পর দিলীপবাবু ফোন মারফৎ সুশান্তবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সুশান্তবাবুর কাছ থেকে স্বামী অসীমানন্দর মোবাইল নম্বর নেন। এপ্রসঙ্গে সুশান্তবাবু জানান, ঘটনাটি সত্যি। দিলীপবাবু দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ফোন নম্বর নিয়েছেন। যদিও কেন নিয়েছেন বা তাঁদের সঙ্গে কি আলোচনা হয়েছে তা আমার জানা নেই। তবে শনিবার কামারপুকুরের বাসভবনে বসে সুশান্তবাবু জানান, সারা জীবনই দাদা মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য তাঁর অবদান অপরিসীম। আন্দামান থেকে শুরু করে ডাংস, পুরুলিয়া থেকে শুরুঃ ছত্রিশগড় সমস্ত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাতে তিনি সফলভাবে উন্নয়নের পরিকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। সুশান্তবাবুর অভিযোগ, সেই উন্নয়নকে বাধা দিতে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার তাঁকে ষড়যন্ত্র করে বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে দেয়। এরফলে একটা বড় সময় দাদাকে জেলের মধ্যে কাটাতে হয়। আর তাতেই দেশের চরম ক্ষতি হয়ে যায়। তাঁর কর্মযজ্ঞ থেকে বঞ্চিত হন লক্ষ লক্ষ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। যে ক্ষতি কোনওদিনই পূরণ করা যাবে না। সুশান্তবাবু বলেন, আদিবাসীদের উপর দাদার প্রভাব মেনে নিতে পারেনি কংগ্রেস সরকার। তাই তাঁকে মিথ্যাভাবে জড়িয়ে দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে জেলে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আদালতে প্রমাণ হয়ে গেছে দাদা সম্পূর্ণ নির্দোষ। বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে সুশান্তবাবু বলেন, সেটা দাদার ব্যাপার। তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে জাতীয় স্তরের বহু নেতার সঙ্গে দাদার যোগাযোগ রয়েছে। এদিকে দিলীপবাবুর বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর স্বামী অসীমানন্দ সম্পর্কে বাংলার বিজেপি সমর্থকরা তীব্র কৌতুহল প্রকাশ করেছেন। এ নিয়ে বিভিন্ন সোসাল মিডিয়াতেও ঝড় উঠেছে। সকলেই স্বামী অসীমানন্দকে বাংলায় সাদর অভ্যর্থনা জানাতে তৈরি হয়ে আছেন। তাঁদের বক্তব্য, উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের হাত ধরে যেমন নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে তেমনি বাংলাতেও স্বামী অসীমানন্দের হাত ধরে এক নতুন যুগের সূচনা হবে। এমনকি অনেক অতি উৎসাহী সমর্থক স্বামী অসীমানন্দকে বাংলার আগামী দিনের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলের মতে, পঞ্চায়েত নির্বাচন নয়। বিজেপির লক্ষ্য আগামী লোকসভা নির্বাচন। আর সেই লোকসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড় তুলতেই এখন থেকে এ রাজ্যে জমি তৈরি করতে চায় বিজেপি। আর তার জন্য প্রয়োজন একজন দক্ষ সংগঠকের। আর সেই অভাব পূরণ করতে পারেন একমাত্র স্বামী অসীমানন্দই। আর তাই এখন থেকেই তাঁকে কাজে লাগিয়ে আগামী লোকসভা তো বটেই এমনকি আগামী বিধানসভাতেও তাঁকে ‘মুখ’ করেই নির্বাচনে যেতে চায় বিজেপি।

পুরশুড়ায় একই আসনে মনোনয়ন স্বামী-স্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক আসনেই জয় লাভ করেছে শাসক তৃণমূল। এ নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তরজার শেষ নেই। কিন্তু হুগলির আরামবাগ মহকুমায় বহু আসনে লড়াই হতে চলেছে তৃণমূল বনাম বিক্ষুব্ধ তৃণমূল। বেশির ভাগ আসনেই বিজেপি বা সিপিএমের মতো শক্তিশালী বিরোধী দলগুলির কোনও প্রার্থী নেই। এরফলে আরামবাগ মহকুমার ৬৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৬টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের বেশ কিছু আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করেছে শাসক তৃণমূল। কিন্তু এই মহকুমারই পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ১১নং আসনে অভিনব ঘটনা ঘটেছে। এখানে সিপিএম ছাড়াও নিজেদেরকে তৃণমূল দাবি করে চারজন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এক দম্পতিও। তাঁরা হলেন জঙ্গলপাড়া গ্রামের তৃণমূল নেতা দিলীপ বেরা এবং তাঁর স্ত্রী মানি বেরা। গত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে মহিলা প্রার্থী হিসাবে জিতেছিলেন মানি বেরা। এবার আসনটি সাধারণ হয়ে যাওয়ায় তাঁর স্বামী দিলীপ বেরা প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে এই আসনে প্রথম প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা পবিত্র গুছাইত। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূলের টিকিটেই তিনি দাঁড়াতে চান। তবে দল যদি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে বলে তাহলে তিনি নির্বাচন থেকে সরে যাবেন। অন্যদিকে এই আসনে প্রার্থী হয়েছেন মির্জাপুর গ্রামের তৃণমূল নেতা কিংকর মাইতি। তিনি গতবারের নির্বাচনে পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ৮নং আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন। ওই আসনটি এবার মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেছে। তাই তিনি ওই আসনে দাঁড়াতে পারেননি। তবে দলের পক্ষ থেকে তাঁর স্ত্রীকে ওই আসনে দাঁড়ানোর জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু কিংকরবাবু তাতে রাজি হননি। তিনি সাফ জানিয়েছিলেন, স্ত্রী যেহেতু রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন, তাই তিনি নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। তাই নিজেই ১১নং আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এরফলে দিলীপবাবুর প্রার্থী হওয়া অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তখন বাধ্য হয়ে দিলীপবাবু স্ত্রী মানি বেরাকেও মনোনয়নপত্র জমা করিয়ে দেন। কারণ তিনি মনে করেন তাঁর স্ত্রী যেহেতু গতবারের বিজয়ী প্রার্থী তাই দল তাঁকে নিশ্চয়ই টিকিট থেকে বঞ্চিত করবে না। তাই পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ১১নং আসেন তৃণমূলের পক্ষ থেকে চারজন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত কে প্রার্থী হন তাই নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র কৌতুহল দেখা দিয়েছে। যদিও প্রত্যেকেরই বক্তব্য, দল যা সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্ত আমরা মাথা পেতে নেব। এদিকে জেলা নেতৃত্ব সূত্রে জানা গেছে, দল গতবারের বিজয়ী প্রার্থী মানি বেরাকেই সম্ভবত টিকিট দিতে চলেছে।

মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে সিপিএম প্রার্থী অপহরণ ঃ পথ অবরোধ ঃ সন্ধ্যায় উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ কর্মরত অবস্থায় সিপিএমের জেলা পরিষদের এক প্রার্থীকে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল এক দল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে স্কুল চত্বরে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদ এবং দুষ্কৃতীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে স্কুলের প্রধানশিক্ষিকাকে বন্দুক দেখিয়ে হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় রীতিমতো হতবাক হয়ে যান সকলেই। এই ঘটনার পর এলাকার সিপিএম কর্মী-সমর্থক ও গ্রামবাসীরা স্কুল ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পাশাপাশি সিপিএমের ওই নেতা ও প্রার্থী তথা স্কুলের কর্মীকে উদ্ধার

করার দাবিতে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা হাওড়া-মুচিঘাটা পথ অবরোধ করেন। ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পৌঁছয় বিশেষ পুলিশবাহিনী। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সামনেই খানাকুল থানার পুলিশ ফাঁড়ি। তা সত্ত্বেও এধরনের ঘটনা কিভাবে ঘটল তা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন। অপহৃত ওই সিপিএম প্রার্থীর নাম হরিপদ মান। তিনি হুগলির খানাকুলের পলাশপাই বিজয় মোদক বালিকা বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। তিনি এবার নির্বাচনে হুগলি জেলা পরিষদের ৫০নং আসন থেকে সিপিএমের প্রার্থী হয়েছেন। এই ঘটনায় সিপিএমের খানাকুল ২নং এরিয়া কমিটির সম্পাদক নেপাল খাঁর অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা স্কুলে ঢুকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হরিপদবাবুকে অপহরণ করে নিয়ে পালায়। আমরা ঘটনাটি পুলিশকে জানিয়েছি। অবিলম্বে তাঁকে উদ্ধার করতে এবং অপহরণকারীদের গ্রেফতার করতে দাবি জানিয়েছি। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। জানা গেছে, এদিন সন্ধ্যায় খানাকুলেরই সুলুট এলাকা থেকে হরিপদবাবুকে পুলিশ উদ্ধার করে।

দুর্গাপুর হাইওয়েতে দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুড়াপ ঃ শুক্রবার রাতে দুর্গাপুর হাইওয়ের এন এইচ-২তে একটি বিএমডাব্লু গাড়ি কলকাতার পার্ক স্ট্রিট থেকে বর্ধমান যাওয়ার সময় হুগলির গুড়াপ থানার অন্তর্গত হবিবপুরে হাইওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চালক ও আরোহীদের আহত অবস্থায় বর্ধমানের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাতে ওই গাড়িটি লরির পিছনে ধাক্কা মারলে গাড়িটির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশের সহযোগিতায় তাঁদের বর্ধমানে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মানুষের দাবি মতো উন্নয়ন করা হয়েছে ঃ কার্তিক ইশর

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে হুগলির খানাকুল-২নং ব্লকের চিংড়া গ্রাম পঞ্চায়েতটির অন্যতম ইস্যু হল পানীয় জল। দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে এই গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় জলসঙ্কট দেখা দিত। গত পাঁচ বছরে জলের সমস্যা মিটিয়ে তৃণমূল সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটিয়েছে। এই পঞ্চায়েতে ১৫টি সংসদে ১৫টি বুথ আছে। এই পঞ্চায়েতে জল দূষণ প্রতিরোধের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ বর্তমানে যে সব রোগ দেখা দিচ্ছে বেশিরভাগটাই দূষিত জলের কারণে। ডায়ারিয়া থেকে আরম্ভ করে সংক্রমণ রোগগুলি দেখা দেয় জলেরই জন্য। যেহেতু বন্যা কবলিত জায়গা, তাই জলের শুদ্ধতা থাকে না। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সেখানে ১৪০০টি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। দুটি জুনিয়ার হাইস্কুল আছে। সেখানে ৪০০জন ছাত্রছাত্রী আছে। ১টি হাইস্কুল আছে। সেখানে ১৭০০জন ছাত্রছাত্রী আছে। ২টি শিশুশিক্ষা নিকেতন আছে। ১৫০জন খুদে পড়ুয়া সেখানে পড়াশোনা করে। তাই গ্রামের পাশাপাশি এই সব স্কুলগুলিতে সাবমার্শিবেল দিয়ে এ্যাকোয়াগার্ডের মাধ্যমে জল পরিশোধন করে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। গ্রামের লোকের পাশাপাশি বাচ্চা ও স্কুল ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবেই এই পঞ্চায়েত এই ব্যবস্থা করেছে। পাশাপাশি দুটি ক্লাবের এবং বলাইচক ও নবীনচকের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমেও এই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে এই আশ্রমের হাজার হাজার ভক্তের আসা যাওয়া। ফলে তাঁরাও বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা পাচ্ছেন। এছাড়াও ২৬টি আই সি ডি এস কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এই এলাকায় রঞ্জিতবাটী, বলাইচক এবং চিংড়াতে তিনটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। এই পঞ্চায়েতে আর একটি সমস্যা ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা। তাই পঞ্চায়েত থেকে দুটি কাঠের ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। যাতে যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যার সমাধান করা যায়। চিংড়া থেকে নতিবপুর, রঞ্জিতবাটী থেকে দোসতিসহ কয়েকটি এলাকায় ঢালাই ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। যাতে গ্রামবাসীরা খুব সহজেই ব্লক অফিস এবং জরুরি পরিষেবার জন্য খানাকুল থানা ও নতিবপুর হাইস্কুলের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায়। এর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। যেহেতু এই গ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রবাহমান মুন্ডেশ্বরী নদী, লোয়ার হরিণা খাল ও রামপুর খাল। সেজন্য বন্যার সময় খুব ভয়াবহ আকার ধারণ করে এই খাল ও নদীটি। তাই হরিবাসর তলা থেকে গঙ্গাতলা পর্যন্ত দেড় কিমি নদীবাঁধ ঢালাই করা হয়েছে। কারণ বন্যার সময় বেশিরভাগ বাড়িগুলি নদীগর্ভে চলে যায়। যাতে ভবিষ্যতে বাড়িগুলিকে রক্ষা করা যায় সেজন্য এই ব্যবস্থা নিয়েছে চিংড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। এই প্রকল্পের জন্য ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি চাষীদের স্বার্থরক্ষার জন্য রঞ্জিতবাটি, কাঁটালিডাঙ্গা, আমতলায় একটি করে স্লুইস গেট তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রামেই ঢালাই রাস্তা তৈরি করা হয়েছে এমনটাই দাবি গ্রামবাসীদের। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা হল ১৫টি ও পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩টি।

প্রধান কার্তিক ইশর

জানা গেছে, বিক্ষুব্ধ তৃণমূলিরা প্রতিটি আসনেই মনোনয়ন জমা দিয়েছে। এমনকি বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, তারাই আবার এই মনোনয়ন তুলে নেবে। এবিষয়ে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কার্তিক ইশর বলেন, আমি প্রায় ১১ বছর বাড়িছাড়া ছিলাম এবং বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তিনবার বাড়ি ভাঙচুর করেছিল। ভেবেছিলাম, তখন দিদির আদর্শে মাথা উঁচু করে গ্রামে ঢুকব। সেটাই হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনকল্যাণে এবং উন্নয়নে মানুষ ভরসা রেখেছিলেন। তাই ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের রাজত্বকে সরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, মানুষের দাবি মতো উন্নয়ন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও উন্নয়ন করা হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ্যাকোয়াগার্ডের মাধ্যমে জল পরিষেবা।

নসিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রার্থী ৫ বারের বিজয়ী গোবিন্দ ধাড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুর ঃ হুগলির সিঙ্গুর ব্লকের নসিবপুর পঞ্চায়েত দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের দখলে রয়েছে এবং এবছরও তৃণমূলের দখলেই থাকবে বলে আশাবাদী শাসকদলের নেতাকর্মীরা। এমনকি পঞ্চায়েত নির্বাচনে কিছু আসন বিরোধীরা পেলেও এইবছর এই গ্রাম পঞ্চায়েতের সব কটি আসনেই তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হবেন বলে তাঁরা দাবি করেছেন। এবিষয়ে নসিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দীর্ঘদিনের উপপ্রধান তথা এবারও প্রার্থী গোবিন্দ ধাড়া বলেন, ১৯৮৩ সাল থেকে তিনি এই পঞ্চায়েতে জিতে আসছেন। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা। ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ১৫ বছর ছিলেন উপপ্রধান। মাঝে ২০০৩ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বাদ গেলেও ২০০৮ সাল থেকে

এখনও পর্যন্ত তিনি উপপ্রধান পদে আসীন রয়েছেন। গোবিন্দবাবু বলেন, ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই পঞ্চায়েতে মোট ১৯টি আসনের ১০টি পেয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৯টির সবকটিই তিনি এবং তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হবেন। এর কারণ হিসাবে তাঁর ব্যাখ্যা বিগত পাঁচ বছরে এই নসিবপুর পঞ্চায়েতের রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল, আবাস যোজনাসহ যেভাবে উন্নয়নের কাজ হয়েছে তাতে ১৯টি আসনই তৃণমূলদের দখলে থাকবে। পাশাপাশি তাঁর দাবি, প্রতিদিন সকাল সাড়ে ১১টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত পঞ্চায়েতে যেভাবে পরিষেবা দেওয়া হয় তাতে কাউকে কোনও কাজ নিয়ে এসে খালি হাতে ফিরে যেতে হয়নি। এমনকি ব্লক স্তরের কাজ হলেও প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কর্মতীর্থ প্রকল্পের তিনতলা বিল্ডিংটি এই পঞ্চায়েতেই করা হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনের পর সেটিতেও কাজ চালু হবে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে তাঁর আসনে ত্রিমুখী লড়াই হলেও বিরোধী বিজেপি প্রার্থী খুব বেশি হলে ২৫টি এবং সিপিএম প্রার্থী ১২০টির বেশি ভোট পাবেন না বলেও তিনি জানিয়ে দেন।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।